ইত্তেফাক

তারিখ ... 16.1.85 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... 2 ...

0 001

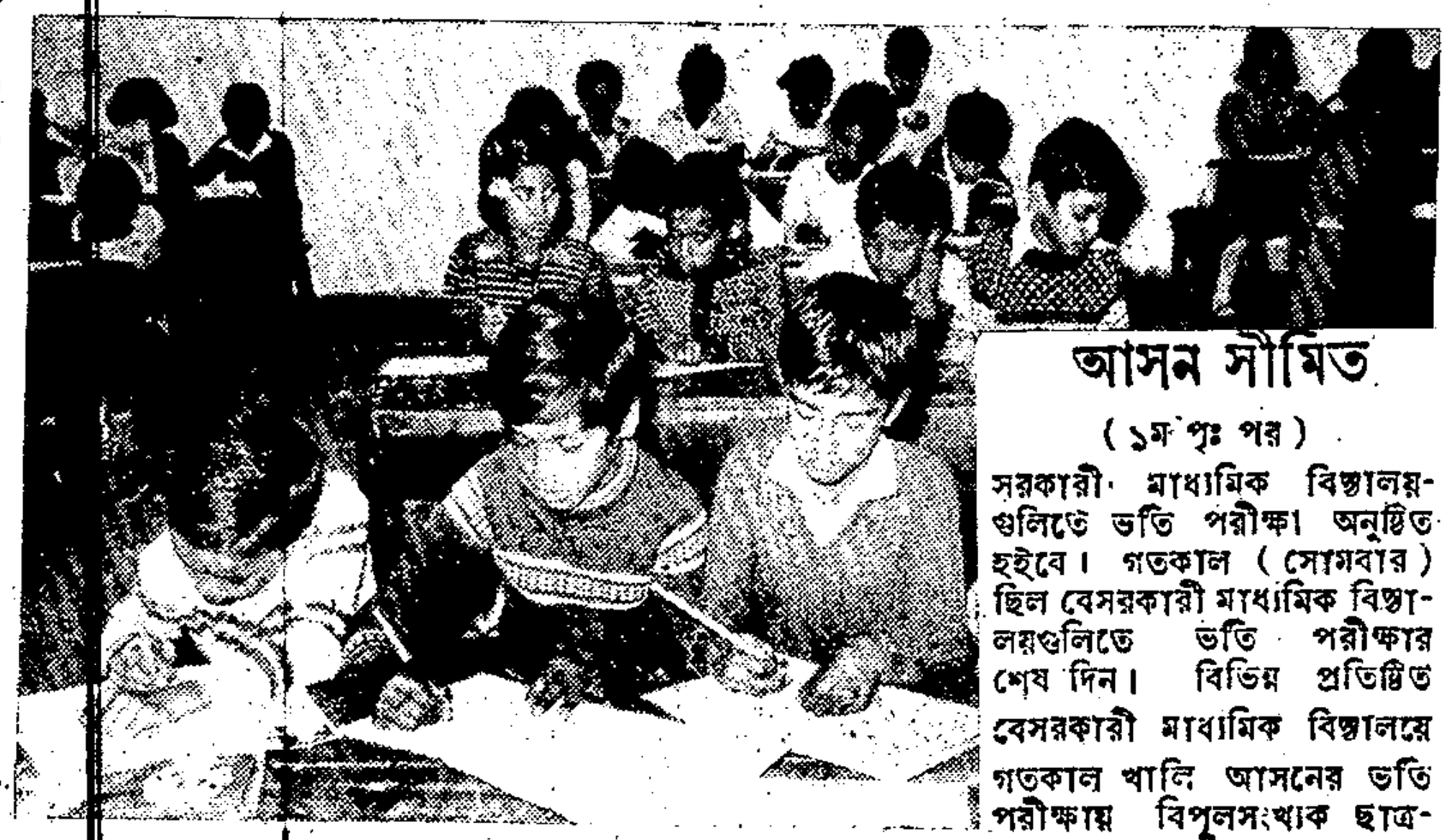

পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কতজন ভর্তি হইতে পরিবে কে জানে।

আসন সীমিত ॥ শিক্ষার্থী বিপুল ভরসা কোথায়?

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় বিদ্যালয়ের আসন-ধারণক্ষমতা বাড়ানোর ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় প্রতিবারের মত এই বছরও ভর্তি শুরু হওয়ার সময় রাজধানী নগরীর অভিভাবককুল চিন্তান্বিত।

সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিতে আসন সংকটে রাতারাতি গড়িয়া উঠা কিছু কিণ্ডার গার্টেন স্কুল, টিউ-টোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার প্রভৃতি অভিভাবকদের নিকট হইতে অবিশ্বাস্য হারে ফী আদায় করিতেছে।

আজ (মঙ্গলবার) নগরীর

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

আসন সীমিত

(১ম পৃঃ পর)

সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। গতকাল (সোমবার) ছিল বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি পরীক্ষার শেষ দিন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গতকাল খালি আসনের ভর্তি পরীক্ষায় বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

নগরীর অন্যতম প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মতিঝিল আইডিয়াল হাই স্কুলে প্রথম হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ৫ শত ৫৭টি খালি আসনে ৩ হাজার ৪ শত ৭৩ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রার্থী হইয়াছে। প্রথম শ্রেণী ব্যতীত অন্য সকল শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা গতকালই অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম শ্রেণীর জন্য পরীক্ষা ১৩ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হইবে

সবচাইতে ভারাক্রান্ত সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারী ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের তিনটি শ্রেণীর নব্বইটি খালি আসনে ভর্তি প্রার্থী হইতেছে ১ হাজার ৪ শত ২৬।

সাধারণভাবে নিম্নবিত্ত অভিভাবকদের ছাত্রীদের স্কুল হিসাবে পরিচিত আজিমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ৪ শত ৯৪টি খালি আসনের জন্য গতকাল ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়াছে ১ হাজার ৪ জন ছাত্রী, ফরম বিক্রি হইয়াছিল ১ হাজার ১ শত। অন্য সকল প্রধান বিদ্যালয়েও একই অবস্থা, তবে সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহিত প্রাথমিক শ্রেণীগুলি না থাকায় কিণ্ডারগার্টেন গুলিতে যাইতে বাধ্য হইতেছেন অনেক অভিভাবক।

আইডিয়াল স্কুলে শতকরা ৪৫ ভাগ খালি আসন মতিঝিল কলোনীর বাসিন্দাদের জন্য এবং শতকরা ১৫ ভাগ অর্থ সাহায্য-দানকারীদের জন্য। আর বাকী তিরিশ ভাগ এই কোটার বাহিরে সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে। গতকাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এই রিপোর্টারকে জানান অর্থ সাহায্য দানকারীদের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রী পিছু ন্যূনতম পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা ধার্য করা হইয়াছে। এই স্কুলের দুইটি শিফটে বালক ও বালিকাদের জন্য প্রথম শ্রেণীর তিন সেকশনে ১ শত ৩০টি খালি আসনে ভর্তি প্রার্থী ৫শত ১০ জন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ১৮টি খালি আসনে ২ শত ৩৪ জন, তৃতীয় আসন-৩৭, প্রার্থী-২ শত ৯৫জন, নবম-আসন-৫০, প্রার্থী-২ শত ৬৭, দশম-আসন-৩৫ এবং ভর্তিপ্রার্থী-৫৩ জন।

দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে একটি করিয়া সেকশন বাড়ানোর ফলে গত বৎসরের তুলনায় স্কুলে দেড়শত আসন বাড়িয়াছে, অন্য সকল ক্লাসে দুই একটি ব্যতিক্রম আসন ছাড়া কোন সংযোজন ঘটে নাই।

গভর্ণমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে চল্লিশটি আসনের ক্ষেত্রে দরখাস্ত পড়িয়াছে ৬ শত ৬১টি তৃতীয় শ্রেণীর চল্লিশটি আসনে ভর্তিপ্রার্থী ৭ শত ৫ জন আর নবম শ্রেণীতে ষাটটি আবেদনপত্র জমা পড়িয়াছে দশটি খালি আসনের জন্য। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ জানান, অনুমোদিত শিক্ষক পদগুলি পূরণ করার পর স্কুলভবন ও আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা হইলে এই স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর আরও তিন শত আসন বাড়ানো সম্ভব। প্রতি বছর ভর্তিপ্রার্থীর চাপ বাড়ার পরও সরকার ব্যবস্থা না নেওয়ায় অভিভাবকগণ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

আজিমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে গত বছরের তুলনায় এই বছর ভর্তি প্রার্থীর চাপ খানিকটা কম, স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার বক্তব্য: বেসরকারী স্কুলে টুইশান ফিস সরকারী স্কুলের তুলনায় বেশী হওয়াতে অনেক নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র অভিভাবক সাধামত সরকারী স্কুলে ভর্তির চেষ্টা চালান, সুযোগ না পাইলে বেসরকারী স্কুলে আসেন।

এইদিকে নগরীতে 'কিণ্ডার গার্টেন', 'টিউটোরিয়াল' প্রভৃতি স্কুলের সংখ্যা প্রায় আড়াইশত-এ পৌছিয়াছে, অবশ্য সরকারী সংশিষ্ট অফিসে ১শত ৭০টি স্কুলের হিসাব আছে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাচা জানান, বার বার নির্দেশ দেওয়া সত্বেও এই সকল স্কুলের রেজিষ্ট্রেশন করা হইতেছে না।